BRITISH COUNCIL

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার পটভূমি পর্যালোচনা

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন | জুন ২০১৫

গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এ যাবৎ যতগুলো গবেষণা হয়েছে, তন্মধ্যে ব্যাপ্তির দিক থেকে 'বাংলাদেশের গ্রন্থাগার পটভূমি পর্যালোচনা' অন্যতম। ব্রিটিশ কাউন্সিল এই গবেষণাটির উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ সরকার, ব্র্যাক এবং বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায়। ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেটিক্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইডি) এই গবেষণা ও বিশ্লেষণের কাজটি পরিচালনা করে।

সারা বিশ্বেই গণগ্রন্থাগারগুলো একটি পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে রয়েছে। একবিংশ শতাব্দিতে তথ্য প্রাপ্তি ও ব্যবহারের মাধ্যমগুলোতে যে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে, তার ফলে গণগ্রন্থাগারগুলোর চিরাচরিত কাঠামো ও ধারণায় একইসাথে চ্যালেঞ্জ ও নতুন সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে। তবে তথ্য প্রাপ্তির সমাধিকার ও সহজীকরণে সরকারি ও বেসরকারি যে সব উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, জ্ঞানের উৎস হিসেবে পরিচিত গণগ্রন্থাগারগুলো সে সব উদ্যোগ থেকে উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে।

তারপরও বিশ্বব্যাপী ও স্থানীয় পর্যায়ে গ্রন্থাগার উন্নয়নে সৃজনশীল নানা উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, এবং সমাজে তাদের ইতিবাচক প্রভাব গণগ্রন্থাগারগুলোতে অধিকতর বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরদার করেছে। এ পরিস্থিতিতে এই গবেষণাটি বাংলাদেশের মানুষের তথ্যের চাহিদা ও তথ্য ব্যবহারের ধরন নিরূপণ করার পাশাপাশি দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার প্রচেষ্টা নিয়েছে। এই গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর বর্তমান চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ খাতটির উন্নয়নের সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতাগুলো পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা তৈরি করা।

গবেষণার উদ্দেশ্য

ক) জনগণের তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুসন্ধান, সেসব প্রয়োজন পূরণে তথ্যকেন্দ্র ও গণগ্রন্থাগারের কার্যকারিতা নিরূপণ, গণগ্রন্থাগার সম্পর্কে জনগনের ধারণা বিশ্লেষণ, এবং গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণ।

খ) বাংলাদেশে গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবার বর্তমান পরিস্থিতি যাচাই, গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোর সেবা প্রদানে গ্রন্থাগার-কর্মীদের কার্যকারিতা মূল্যায়ন, এবং গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবার উন্নয়নে সরকারি নীতিমালা ও অগ্রাধিকার অনুসন্ধান।

গ) গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবাকেন্দ্রগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ব্যবহারের বর্তমান পরিস্থিতি যাচাই, তথ্য-প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি নানা উদ্যোগের পর্যালোচনা এবং দেশে গ্রন্থাগার সেবা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ।

গবেষণার পরিসর

এই গবেষণাটির মূল লক্ষ্য বাংলাদেশের গণগ্রন্থাগারগুলোর সার্বিক উন্নয়নের দিকনির্দেশনা নিরূপণ। কিন্তু গণগ্রন্থাগারের বাইরেও অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা সাধারণ জনগণের তথ্যসেবার চাহিদা মেটাচ্ছে। তাই এই গবেষণা কার্যক্রম ৬৮টি সরকারি গণগ্রন্থাগারের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে সেই সব তথ্যসেবামূলক প্রতিষ্ঠানকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেন তাদের কার্যক্রমগুলো থেকে শিক্ষা নেয়া যায়। এ গবেষণাটিতে 'গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবাকেন্দ্র' হিসেবে সেই সব প্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্রকে আমলে নেয়া হয়েছে যেখানে সাধারণ জনগণ মুদ্রিত বা ডিজিটাল বই বা তথ্য উপস্থিত থেকে বা অনলাইনের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে। সেই প্রেক্ষিতে সরকারি, বেসরকারি, কমিউনিটি বা এনজিও পরিচালিত গণগ্রন্থাগার, টেলিসেন্টার, সাইবার ক্যাফে এবং ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রগুলোও এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি বাস্তবায়নে বহুমুখী কিন্তু পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত একটি সমন্বিত পন্থা অনুসরণ করা হয়েছে, যার মাঝে রয়েছে: বিদ্যমান তথ্য-উপাত্ত ও প্রকাশিত বই, নথি ও গবেষণাপত্র পর্যালোচনা, সাক্ষাৎকার, 'গ্রাউন্ডেড থিওরি অ্যাপ্রোচ' ভিত্তিক সরেজমিনে অনুসন্ধানমূলক গবেষণা, অনুসরণীয় উদাহরণগুলোর ওপর কেইস স্টাডি ও অনলাইন প্রচারণা। এছাড়া দেশব্যাপী সাধারণ নাগরিক, তথ্যকেন্দ্র ও গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী, তথ্যকেন্দ্র পরিচালক এবং গ্রন্থাগারিকদের ওপর প্রশ্নভিত্তিক জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে।

একনজরে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার
পটভূমি পর্যালোচনা

তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে প্রত্যেকেরই

যদিও,
মাত্র ১ থেকে ২% জনগণ এই তথ্যগুলো গ্রন্থাগার থেকে পায়

সনাতনী সেবার বাইরেও অন্যান্য সেবার চাহিদা রয়েছে

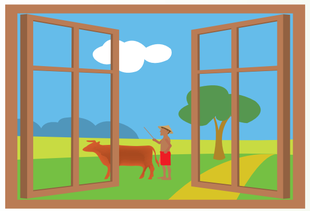

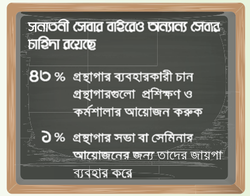

৪৩ % গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী চান গ্রন্থাগারগুলো প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করুক

১ % গ্রন্থাগার সভা বা সেমিনার আয়োজনের জন্য তাদের জায়গা ব্যবহার করে

২২ % গ্রন্থাগারে ফটোকপি মেশিন আছে

৪৮ % গ্রন্থাগারে প্রিন্টার আছে

(জরিপকৃত গ্রন্থাগারের শতকরা হার)

৪০ % গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী চান গ্রন্থাগারগুলো শিল্পকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করুক

১০ % গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এবং প্রদর্শনী দেখতে গ্রন্থাগারে যান

৯ % সরকারি গ্রন্থাগারে চলচ্চিত্র দেখানো হয়

৫২ % গ্রন্থাগারিকের মতে পড়ার সামগ্রী অপর্যাপ্ত

৬২ % ব্যবহারকারী কিছু বই কাঁচে ঢাকা তাকে চান

৬৬ % ব্যবহারকারী অন্যান্য বই খোলা তাকে চান

[শতকরা হারে গ্রন্থাগারিকের মতামত]

২৫ % গ্রন্থাগারে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিকল্প ব্যবস্থা আছে

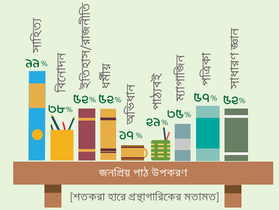

৪০ % গ্রন্থাগারিক মনে করেন বিদ্যুৎ সরবরাহের বিকল্প ব্যবস্থা না থাকা একটি প্রতিকূলতা

গ্রন্থাগারিকগণ প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর বিনিয়োগ দাবী করেন

২৫ % গ্রন্থাগারিক মনে করেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর অভাব একটি প্রতিকূলতা

৯২ % গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

গ্রন্থাগারিক

৪৯ % গ্রন্থাগারিক কর্মীদের বেতন নিয়ে অসন্তুষ্ট

৫৯ % গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারের বাৎসরিক বাজেট নিয়ে অসন্তুষ্ট

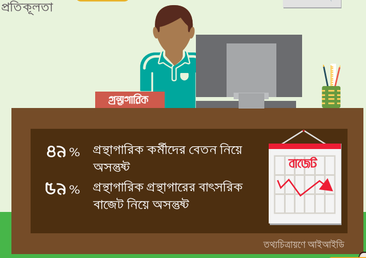

বাজেট

তথ্যচিত্রায়ণে আইআইডি

বেশিরভাগ গ্রন্থাগারেই ওয়াইফাই সুবিধা নেই

৭৫ % ব্যবহারকারী মনে করেন গ্রন্থাগারে ওয়াইফাই থাকা খুবই জরুরি

টয়লেটের অভাব একটি উদ্বেগের কারণ

৪৪ % গ্রন্থাগারে টয়লেট নেই

৪১ % গ্রন্থাগারের টয়লেট ব্যবহার অনুপযোগী

৫৯ % গ্রন্থাগারে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট নেই

গ্রন্থাগারের ব্যবহার বাড়ছে

৮৪ % গ্রন্থাগারিকের মতে গ্রন্থাগারের ব্যবহার বাড়ছে

গ্রন্থাগারের প্রভাব ইতিবাচক

৯৯ % গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী গ্রন্থাগার সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন। যার মাঝে-

৬০ % মনে করেন গ্রন্থাগার সমাজের জন্য অপরিহার্য

৩৯ % মনে করেন গ্রন্থাগার সমাজের জন্য খুব প্রয়োজনীয়

তথ্য-প্রযুক্তি সেবার চাহিদা প্রচুর

২৫ % গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী গ্রন্থাগারের কম্পিউটার ব্যবহার করেন

৯৩ % গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী গ্রন্থাগারে কম্পিউটার ব্যবহার করতে চান

১৩ % গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী গ্রন্থাগারের ইন্টারনেট সেবা গ্রহণ করেন

৮৪ % গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী গ্রন্থাগারে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে চান

৮৩ % গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী গ্রন্থাগারে ফটোকপি মেশিন ব্যবহার করতে চান

গ্রন্থাগারিকগণ বহুমুখী গ্রন্থাগার বেশি পছন্দ করেন

৬৪ % গ্রন্থাগারিক কমিউনিটি সেবা চালু করতে চান

৬০ % গ্রন্থাগারিক খাবারের ব্যবস্থা রাখতে চান

শিশুকোণের উন্নয়ন প্রয়োজন

৫৯ % গ্রন্থাগারে শিশুদের জন্য আলাদা জায়গা আছে

৬৫ % গ্রন্থাগার বইয়ের তাক শিশুদের নাগালের মধ্যে রাখে

৭৯ % গ্রন্থাগারিক বলেছেন গল্প বলার জন্য তাদের কোনো স্বেচ্ছাসেবী নেই

৪১ % ব্যবহারকারী গ্রন্থাগারে শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়ে অখুশী

২৯ % গ্রন্থাগারিক মনে করেন জায়গার অভাব একটি বড় সমস্যা

২১ % গ্রন্থাগারিক বসার ব্যবস্থার অপ্রতুলতা নিয়ে খুবই অসন্তুষ্ট

নারী ব্যবহারকারীর জীবনে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ

৭১ % নারী ব্যবহারকারী মনে করেন গ্রন্থাগার তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেছে

৭৪ % নারী ব্যবহারকারী মনে করেন গ্রন্থাগার তাদের দক্ষতা উন্নয়ন করেছে

৬৯ % নারী ব্যবহারকারী মনে করেন গ্রন্থাগার তাদের চাকুরি খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে

গ্রন্থাগারে তথ্য-প্রযুক্তি সুবিধা অপ্রতুল

৭৮ % গ্রন্থাগারে কম্পিউটার আছে

৪৪ % গ্রন্থাগারে জনগণের ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার আছে

৫১ % গ্রন্থাগারে ইন্টারনেট সংযোগ আছে

৪৪ % সরকারি গ্রন্থাগারে জনগণের ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেট আছে

গ্রন্থাগারগুলোর পরিবেশ আরামপ্রদ

৮৮ % গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী মনে করেন গ্রন্থাগারগুলোতে আলো-বাতাসের পর্যাপ্ত চলাচল আছে

২০ % ব্যবহারকারী মনে করেন গ্রন্থাগারগুলো কোলাহলপূর্ণ

গ্রন্থাগারগুলো সহজেই চেনা যায়

৭০ % গ্রন্থাগার মুল সড়কের পাশে অবস্থিত

৮৩ % গ্রন্থাগারের প্রবেশদ্বার রাস্তা থেকে দেখা যায়

৭৩ % গ্রন্থাগারের সাইনবোর্ড আছে

গ্রন্থাগার সেবা এখনো সার্বজনীন নয়

৬ % খানা জরিপে অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন

৭২ % গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীই ছাত্র

৬৫ % গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী ন্যূনতম মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেছেন

৬০ % জরিপকৃত গ্রন্থাগারে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য কোনো সুবিধা নেই

গ্রন্থাগারের আধুনিকায়ন হতে হবে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর

৬৩ % গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী মনে করেন গ্রন্থাগারগুলো প্রযুক্তিগতভাবে আধুনিক নয়

৮৬ % গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারে উন্নতমানের কম্পিউটার সুবিধা পেতে চান

৮৫ % গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারে ইন্টারনেট সংযোগ পেতে চান

৪৩ % গ্রন্থাগারিক মনে করেন অপর্যাপ্ত তথ্য-প্রযুক্তি সুবিধা একটি বড় প্রতিবন্ধকতা

গ্রন্থাগারগুলোতে আরও সরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন

২০১৫-১৬ অর্থবছরের মোট জাতীয় বাজেটের ০.১% সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ, তম্মধ্যে-

৫.১ % গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এবং আর্কাইভস্‌ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের জন্য

২.০ % জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ও অন্যান্য গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ

এ বাজেটের পুরোটাই রাজস্ব ব্যয় যেমন বেতন ও রক্ষণাবেক্ষণেই খরচ হয়, উন্নয়ন প্রকল্পে নয়

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগারের রূপকল্প

সবার জন্য

গণগ্রন্থাগারকে সত্যিকার অর্থে সবার জন্য অবারিত করতে হলে শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নয়, বরং সকল স্তরের জনগণের ব্যবহার উপযোগী করতে হবে। জাতি,ধর্ম, বর্ণ, জেন্ডার, বয়স, শিক্ষা নির্বিশেষে সকলের তথ্যসেবার চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থাগারগুলোর উপকরণ ও সেবার পরিকল্পনা করতে হবে।

শিশুদের জন্য প্রারম্ভিক শিক্ষা কার্যক্রম, সাংস্কৃতিক উৎসব, যুবদের জন্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, বইমেলা, হাতের লেখা বা চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, শিল্পকলা প্রদর্শনী ইত্যাদি ভিন্নধর্মী কার্যক্রম গ্রহণ করে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী, পেশা ও বয়সের মানুষকে গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করা সম্ভব।

তথ্য-প্রযুক্তি সমৃদ্ধ

তথ্যসেবার ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার একে অন্যের পরিপূরক ভূমিকা পালন করে। উপকরণ লেনদেন থেকে শুরু করে সেবা প্রদান, বিপণন, অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনাসহ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রকে আরও বেশি দক্ষ ও জনপ্রিয় করে তুলতে পারে যথাযথ তথ্য-প্রযুক্তির সমন্বয়। জনগণের তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের তথ্যের চাহিদা ও ব্যবহারের ধরনে যে বিপ্লব এসেছে, গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিরূপণের সময় তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন । বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারগুলোতে কম্পিউটারের সংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নততর ইন্টারনেট সংযোগ, স্বয়ংক্রিয় ও আধুনিক সেবা, ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবস্থাপনা, আভ্যন্তরীণ এবং আন্ত:গ্রন্থাগার নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তি সুবিধাগুলো উন্নত করা জরুরি।

উদ্যমী গ্রন্থাগারিক

প্রযুক্তির ব্যবহারে অগ্রগতি আর সেই সাথে বহুমুখী কমিউনিটি-সেবার চাহিদার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য আধুনিক গ্রন্থাগারগুলো বিবর্তনের যে চ্যালেঞ্জের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, তা মোকাবেলায় গ্রন্থাগারিকের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারিকদের তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ সমাজের সকল স্তরের জনগণকে সেবাদানের সুষ্ঠু পন্থার ওপর প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। কর্মীদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হলে যথাযথ আর্থিক প্রণোদনারও প্রয়োজন হবে যা বর্তমানে মানসম্মত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের বাধা এবং এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

জেন্ডার সংবেদনশীল

নারী ব্যবহারকারীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য তাঁদের সদস্য ফি, সেবামূল্য ও উপকরণ লেনদেনসহ অন্যান্য সেবাপ্রদানে বাড়তি প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গ্রন্থাগারগুলোতে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা জরুরি। সর্বোপরি, নারী ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে গ্রন্থাগারে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি।

চাহিদানির্ভর

গ্রন্থাগারে কী ধরনের সেবা দেয়া হবে তা সরবরাহনির্ভর না হয়ে জনগণের প্রয়োজনের ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বের নিরিখে মৌলিক চাহিদা সম্পর্কিত তথ্য (বেঁচে থাকার মৌলিক চাহিদা, কর্মদক্ষতা গড়া, জীবিকার সুযোগ ইত্যাদি) থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তরের (সামাজিক জীবনযাত্রা, সুশাসন ও সরকারের স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতা সংক্রান্ত তথ্য) সকল প্রকার তথ্যের চাহিদা গ্রন্থাগার সেবার মাধ্যমে মেটানো সম্ভব।

সমাজ ও গ্রন্থাগারের মাঝে উভয়মুখী জ্ঞান আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারগুলোতে নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম আয়োজন করা যেতে পারে।

আধুনিক অবকাঠামো

গ্রন্থাগারের চলমান পরিবর্তনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাইলফলকটি হলো সকল প্রকার গণকার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল হিসেবে গ্রন্থাগারের সৃজনশীল ব্যবহার।

একটি আধুনিক গ্রন্থাগারে পাঠকক্ষ, বই সংরক্ষণ ও গ্রন্থাগারিকের জন্য নির্ধারিত স্থান ছাড়াও অন্যান্য গণকার্যক্রম ও সৃজনশীল আধুনিক সেবার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান থাকা দরকার। একটি আধুনিক ও বহুমুখী লাইব্রেরিতে প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সভা, খাবার সহ অন্যান্য সেবার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো থাকা জরুরি।

সর্বোপরি, এধরনের গণকার্যক্রম ও বহুমুখী সেবাপ্রদানের সুবিধার্থে গ্রন্থাগারের অবকাঠামো এমন হওয়া প্রয়োজন যেখানে পরিবেশ হবে খোলামেলা এবং আলো-বাতাসের প্রাচুর্য্য ও পানাহারের সুব্যবস্থা থাকবে যেন জনগণ সেখানে দীর্ঘ সময় কাটাতে আগ্রহ, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদ বোধ করে।

মূলধারায় সম্পৃক্ত

বাংলাদেশের মতো একটি স্বল্পোন্নত দেশে সম্পদের অপর্যাপ্ততা গ্রন্থাগারকে সরকারি বিনিয়োগের অগ্রাধিকার থেকে দীর্ঘদিন দূরে সরিয়ে রেখেছে। তবুও সরকার তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর একটি আধুনিক সমাজ গঠনে বদ্ধপরিকর এবং তথ্য-প্রযুক্তি, তথ্যের সার্বজনীন সহজলভ্যতা ও সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকার খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম। আর এই অগ্রাধিকার খাতগুলোর সাথে গ্রন্থাগারের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

এই পরিপূরক সম্পর্কের বিচারে সরকারের উচিত গ্রন্থাগারগুলোকে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ প্রচারাভিযানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা এবং উল্লেখিত অগ্রাধিকার খাতগুলো জাতীয় বিনিয়োগের যে বড় অংশ বরাদ্দ পায়, গ্রন্থাগারকেও তার অংশীদার করা।

প্রযুক্তি-নির্ভর ভূস্থানিক জরিপ

গ্রন্থাগার পর্যালোচনায় যে জরিপটি করা হয়েছে, তাতে কাগজ-কলমের পরিবর্তে ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ে সক্ষম ট্যাবলেট কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে সংগৃহীত তথ্যগুলো সরাসরি অনলাইন সার্ভারে জমা হয়। এই পদ্ধতির কিছু বিশেষ সুবিধা হলো:

নির্ভরযোগ্য তথ্যের নিশ্চয়তা: ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ে সক্ষম সফটওয়্যার জরিপ চলাকালীন সময়ে অবস্থান সংগ্রহ করে, যা জরিপের জন্য নির্ধারিত ভেন্যু বা বাড়ীতে জরিপকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করে।

নির্ভুল তথ্যের নিশ্চয়তা: সনাতন কাগজ-কলম নির্ভর জরিপে তথ্য সংগ্রহ, সমন্বয় ও সম্পাদনের সময় ভুলভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । জরিপে ব্যবহৃত সফটওয়্যারে এসব সাধারন ভুল এড়ানো সহজ হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য সরাসরি অনলাইন তথ্যভাণ্ডারে জমা হওয়ায় সার্বক্ষণিভাবে তথ্যের মান পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সময় ও খরচ কমিয়ে আনাও সম্ভব হয়েছে।

ভূস্থানিক বিশ্লেষণ: প্রতিটি তথ্যের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করার ফলে মানচিত্রের মাধ্যমে ভূস্থানিক বিশ্লেষণ সম্ভব।

তৃণমূল পর্যায়ের বিশ্লেষণ: ভৌগোলিক তথ্যের ভিত্তিতে অঞ্চলভিত্তিক এমনকি কোনো সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রের জন্য আলাদাভাবে তথ্য বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন তৈরি ও উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা সম্ভব।

প্রত্যেক উত্তরদাতার তথ্য ও অবস্থান মানচিত্রে ‘জুম’ করে বিস্তারিতভাবে দেখা যাবে

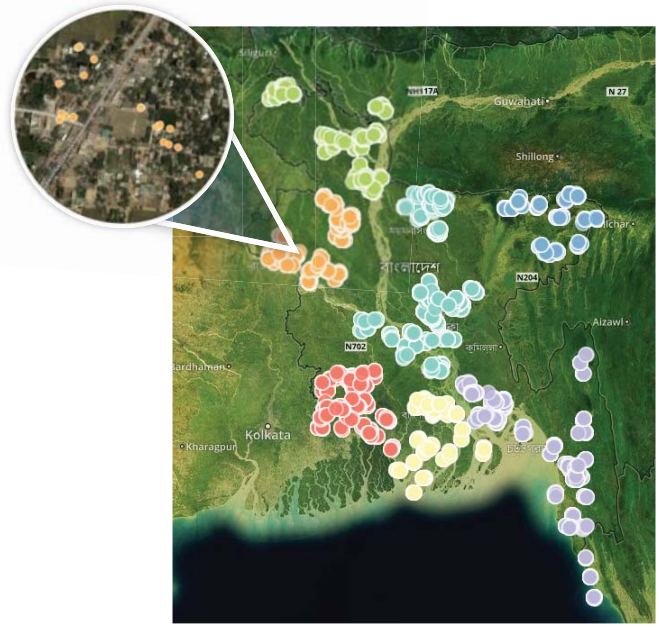

এক নজরে গ্রন্থাগার জরিপ

১৩৬ টি গ্রন্থাগার

৩৪ টি সরকারি গণগ্রন্থাগার
২১ টি বেসরকারি গণগ্রন্থাগার
৮১ টি এনজিও গ্রন্থাগার

৪৭ টি শহরাঞ্চলে
১৪ টি শহরতলীতে
৭৫ টি গ্রামাঞ্চলে

৩১৫ টি তথ্যকেন্দ্র

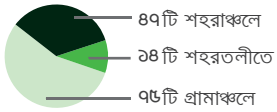

৩২ টি সাইবার ক্যাফে
৫৯ টি অন্যান্য টেলিসেন্টার
২২৪ টি ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র

৫৩ টি শহরাঞ্চলে
৮৫ টি শহরতলীতে
১৭৭ টি গ্রামাঞ্চলে

১৩৬ জন গ্রন্থাগারিক >

৫৪ জন পুরুষ
৮২ জন নারী

৩১৫ জন তথ্যকেন্দ্র অপারেটর >

২৯৪ জন পুরুষ
২১ জন নারী

৭৬৯ জন গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী >

৫৬২ জন পুরুষ
২০৭ জন নারী

১,২৮০ জন তথ্যকেন্দ্র ব্যবহারকারী >

১,০০৯ জন পুরুষ
২৭১ জন নারী

৪,৫৮৫ জন খানা জরিপে উত্তরদাতা

> ২,২২২ জন পুরুষ; ২৩৬২ জন নারী; ১ জন অন্যান্য

যেসব জেলায় জরিপটি পরিচালনা করা হয়েছে

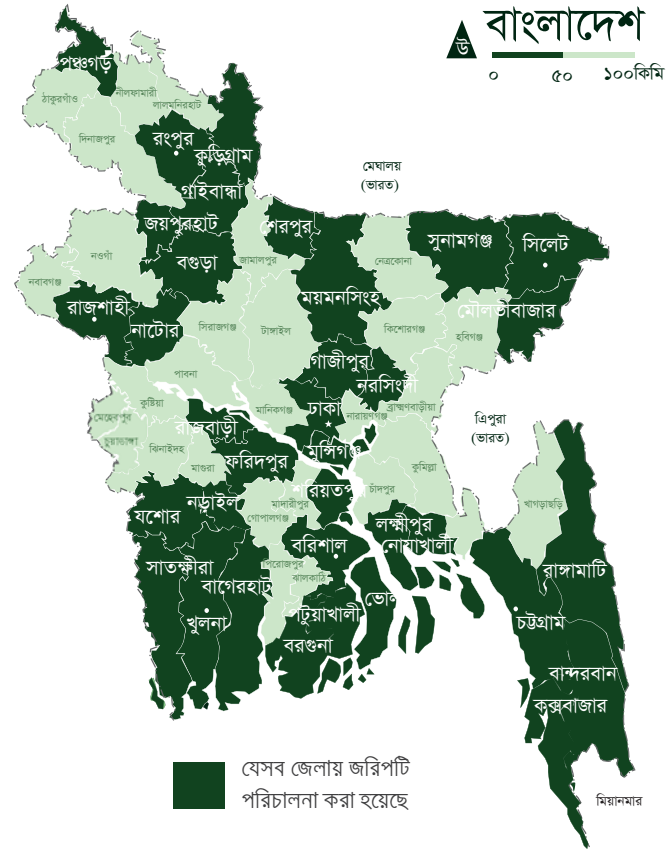

কৌশলগত অংশীদার

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়নে

BRITISH COUNCIL

brac

Bengal Foundation

IID
Institute of Informatics and Development